

সিএমসি  
৪৬

## মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও মহিলা কলেজের অধ্যক্ষসহ বহু পদ শূন্য

৥ মহিবর রহমান, মানিকগঞ্জ সংবাদদাতা ৥

সরকারী দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও সরকারী মহিলা কলেজে অধ্যক্ষসহ বেশ কিছু সংখ্যক অধ্যাপক, সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক এবং প্রভাষক পদ শূন্য থাকায় প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং লেখাপড়া মরাস্থক ব্যাহত হচ্ছে। জানা যায়, গত কয়েক মাস যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মহিবর রহমান ডায়ুটরির চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর এই পদে কোন অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়নি। বর্তমানে বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর উর্বিলা রায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করছেন। উপাধ্যক্ষ পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া এই কলেজে রসায়ন বিভাগের ১ জন সহযোগী অধ্যাপক, ১ জন সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগের ১ জন অধ্যাপক, ১ জন সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ১ জন সহযোগী অধ্যাপক, হিসাব বিভাগের ১ জন অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১ জন সহকারী অধ্যাপক, ২ জন প্রভাষকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য

রয়েছে। পশতলে শূন্য থাকায় কলেজের মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিভাগের ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শ্রেণীর এক ৬টি অনার্স বিভাগের প্রায় ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনা মরাস্থক ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি প্রশাসনিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। এ ছাড়া বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষকগণ রাজধানী ঢাকা থেকে এসে ক্লাসে যোগদান করে থাকেন। অনেক সময় এই সকল শিক্ষকের অল্প, বৃষ্টি, পরিবহন ধর্মঘটসহ রাজনৈতিক পোলযোগের কারণে ক্লাসে উপস্থিত হতে পারেন না। এছাড়া যে সব শিক্ষকসহকারী কলেজের কাছাকাছি অবস্থান করেন তাদের অধিকাংশ শিক্ষকই ক্লাস চমকাপাশীন সময়ে প্রাইভেট পড়ছেন। নিজে বাস্তব করেন। এসব শিক্ষকদের নিয়মিত পাঠদানের জন্য কলেজে উপস্থিত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার দাবি ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের। কলেজের দূর-দুরান্তের ছাত্র-ছাত্রী যাত্রাঘাড়ের জন্য একটি বাসের দাবি থাকলে দীর্ঘদিনেও এ দাবি পূরণ হয়নি। এদিকে সরকারী মহিলা কলেজেও অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ ও অন্যান্য বিভাগের মোট ৫ জন (১৪শ পৃঃ ৬-এর ৩১ পৃঃ)

### মানিকগঞ্জের সরকারী দেবেন্দ্র

(তৃতীয় পৃঃ পর)

শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য থাকায় কলেজে লেখাপড়াসহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। জানা যায়, অধ্যক্ষ প্রফেসর নুরুন হক অবসর নেয়ার পর উপাধ্যক্ষ আব্দুর রহিম খান দীর্ঘদিন যাবৎ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অর্থনৈতিক বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপক এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে।